বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী
Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বাজেট

২০২১-২০২২

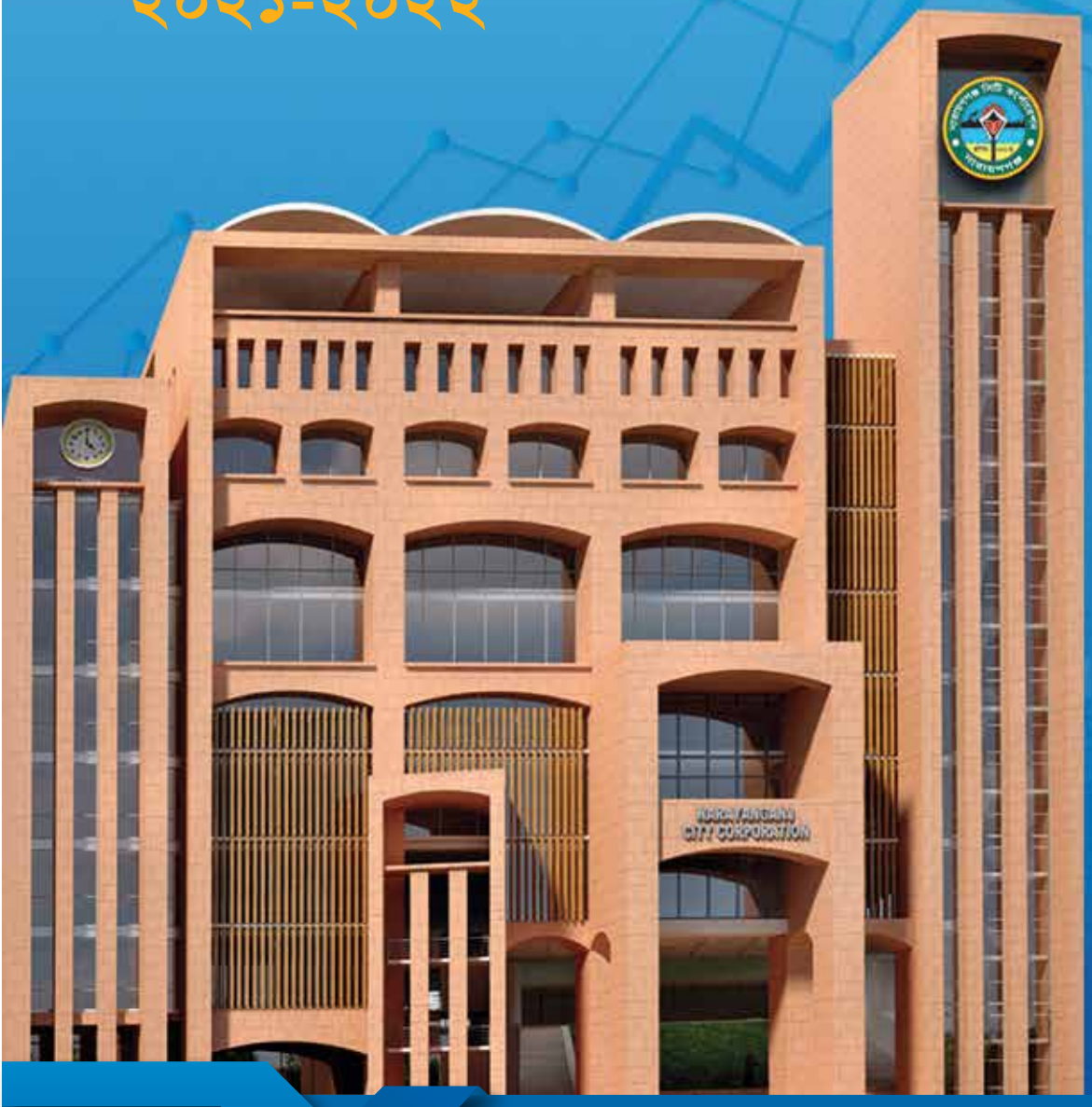

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

করোনা প্রতিরোধে
সচেতন হোন, সতর্ক থাকুন

অবশ্যই
মাস্ক পরিধান
করুন

সাবান-পানি দিয়ে
নিয়মিত হাত পরিস্কার
করুন

পারস্পরিক
করমর্দন থেকে
বিরত থাকুন

প্রয়োজন অনুসারে
হ্যান্ড স্যানিটাইজার
ব্যবহার করুন

পারস্পরিক
৩ ফুট দূরত্ব
বজায় রাখুন

টিকা
নিন

বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী
Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

বাজেট
২১-২২

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সূচীপত্র

বাজেট বক্তৃতা ০৩

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সারসংক্ষেপ ২১

এক নজরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ২৪

খাতভিত্তিক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ২৫

বিস্তারিত বাজেট

- রাজস্ব আয় ২৭
- রাজস্ব ব্যয় ৩০
- সরকারি উন্নয়ন হিসাবের (থোক বরাদ্দের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের) আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ৩৬
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ডিপিপি) এর আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ৩৭
- বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ৩৯

C4C এর ছক অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট ৪১

আলোকচিত্র ৫৬

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

বাজেট বক্তৃতা

অর্থবছর : ২০২১-২০২২

প্রিয় নগরবাসী, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আস্‌সালামু আলাইকুম।

বাজেট ঘোষণার প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শাহাদাৎ বরণকারী সকল বীর শহীদদের। এছাড়া গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর নিরন্তর ও শাশ্বত মাহেন্দ্রক্ষণে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিগত বছর এমনিভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে আমরা ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেছিলাম। বাজেট ঘোষণার অনাড়ম্বর স্মরণীয় এ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন ও অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর নারায়ণগঞ্জ নগরীতেও এর বিস্তার ও সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। সারা বিশ্বের মতো মহামারী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে আমাদের দেশে গুণী ও বরেণ্য ব্যক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুবরণকারী সকলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে নারায়ণগঞ্জ নগরীও জর্জরিত। ফলে করোনা মোকাবেলায় আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনসহ মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয়ের মতো একটি গভীর সংকট ও জরুরি পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আমাদেরকে ২০২১-২২ এর বাজেট ঘোষণা করতে হচ্ছে।

আপনারা জানেন, সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সব ধরনের নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের মৌলিক দায়িত্ব। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্ন নগরী গঠন, স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ নগরবাসীকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, নিরাপদ, দারিদ্র্য মুক্ত, আধুনিক, টেকসই এবং পরিকল্পিত জল ও সবুজ বেষ্টিত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় সেবা সহজিকরণের অংশ হিসেবে নাগরিকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার মানসে ইতোমধ্যে ই-ট্রেড লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সবগুলো ওয়ার্ডে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে। এছাড়া জন্ম-মৃত্যু সনদ অনলাইনে দেয়া হচ্ছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ই-ওয়াটার বিলিং ও ই-ট্যাক্স বিলিং চালু করা হবে। সফটওয়্যার প্রণয়নের কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সেবার মান বৃদ্ধিসহ সকল কাজে আমরা আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি এবং আগামীতেও আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

দ্বিতীয় বার নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর আমি পঞ্চম বারের মতো বাজেট উপস্থাপন করছি। বাজেট এর মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার মনে করছি। কোভিড-১৯ উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর জন্য সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।

এ সংক্রমণ প্রতিরোধে বিগত বছরের ন্যায় নগরীর তিনটি অঞ্চলে ২০ জন চিকিৎসকের সমন্বয়ে টেলি-মেডিসিন সেবা এবং কোভিড-১৯ নমুনা সংগ্রহের বুথের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি নগরীর সকল ওয়ার্ডে কোভিড-১৯ সচেতনতা বিষয়ক ব্যাপক প্রচারণা; বিশেষ করে বিলবোর্ড, ফেস্টুন, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড ও মাইকিং কার্যক্রম চলমান আছে। নগরীর মসজিদ, মন্দির ও গীর্জায় কোভিড-১৯ সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও প্রার্থনাকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রতিপালন বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হিসেবে নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা হিসেবে নগদ প্রায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা এবং প্রায় ১৫২১ মেট্রিক টন খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের টিমের পাশাপাশি কাউন্সিলরদের সহযোগিতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিটি গঠন করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ/উপসর্গ নিয়ে মৃতদের লাশ দাফন-কাফন/সৎকার কাজ করা হয়েছে এবং অদ্যাবধি এ কাজ অব্যাহত আছে। করোনা প্রতিরোধে ৩০ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৬৯ জনকে ১ম ডোজ এবং ৪৯ হাজার ৩৪২ জনকে ২য় ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি বরাদ্দ ও নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সুরক্ষা সামগ্রী ও করোনাকালীন ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে প্রায় ২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার মশক নিধন ঔষধ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। নগরীর পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে ২৭টি ওয়ার্ডে ১১৪০ জন পরিচ্ছন্ন কর্মীর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং করোনা প্রতিরোধে নগরীতে প্রায় ৮০ লক্ষ লিটার জীবাণুনাশক ক্লোরিন মিশ্রিত পানি স্প্রে করা হয়েছে। ১৭০ জন মশক নিধন কর্মীর মাধ্যমে প্রতিটি ওয়ার্ডে মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ, ত্রাণ, ঔষধ ও সুরক্ষা সামগ্রি প্রদান করায় সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

উল্লেখ্য, এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিচ্ছন্ন কর্মীসহ অনেকেই কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে সকলেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ জন্য মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

প্রিয় নগরবাসী,

নগরবাসীর চাহিদা, প্রত্যাশা ও অগ্রাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং আপনাদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করেছি এবং সকলের সহযোগিতা, সমর্থন ও সাফল্যের সাথে বাজেটে প্রস্তাবিত অধিকাংশ উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি যদিও করোনা পরিস্থিতিতে তা বাস্তবায়নে ভীষণ চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হয়েছে। নাগরিক সেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন বৃদ্ধির বিষয়ে নগরবাসীর প্রত্যাশা বহুগুণে বেড়েছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে নাগরিকদের কর প্রদানে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে আপনাদের সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশনের ৬৬টি মাসিক সভায় ২৬৩৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০০৪টি গৃহীত প্রকল্পের বিপরীতে ২৫৪৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলে ৬৭৫ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে ৮৯৭ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার এবং কদমরসুল অঞ্চলে ৪৮৫ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্পে (এলইডি বাতি স্থাপন) ৪৭ কোটি, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং বালু ভরাটকরণ কাজে ৩৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মী

নিবাস নির্মাণ প্রকল্পে ১১০ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০০০ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

এছাড়া নিজস্ব অর্থায়নে ২০১১-২০১২ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৫২৬ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, গৃহীত এ প্রকল্প সমূহের বিপরীতে ২৯৫ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এর আওতায় ১৫৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি ফর নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প :

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও জিওবি'র অর্থায়নে রাজস্ব আদায়ের অটোমেশন, মাস্টার প্ল্যান তৈরি, পানি সরবরাহ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা আধুনিকায়নে ৭১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং বৃক্ষরোপণ :

এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও নিজস্ব তহবিলের আওতায় ৩টি অঞ্চলে প্রায় ১৬৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮০টি প্যাকেজে ৭৮.২৪ কি:মি: আরসিসি/সিসি/বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা, ৮৬.৭৫ কি:মি: আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, ৩.৮৮ কি:মি: ফুটপাত নির্মাণ সহ ২৮৭২টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন :

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পের সহায়তায় ৪৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬২টি প্যাকেজে ৩৫.৭৭ কি.মি. রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ২২.০৯ কি.মি. বিসি রোড নির্মাণ, ৭৯.২৯ কি.মি. আরসিসি রাস্তা, ৯০.৫৩ কি.মি. আরসিসি ড্রেন, ৮.৭৫ কি.মি. ফুটপাতসহ আরসিসি ড্রেন, ৭৩৩২টি বাতি স্থাপন, ৪.৮১ কি.মি. খাল সংরক্ষণ, ১৪টি কবরস্থান উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ৯টি ঘাটলা নির্মাণ, ১৫টি খেলার মাঠ উন্নয়ন ও সবুজায়ন এবং ৪৯৩০টি বৃক্ষরোপণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ২২৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এ অর্থবছরে সমাপ্ত হবে।

কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন :

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পের সহায়তায় ৩০১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নসহ (২৫২ কোটি ৮১ লক্ষ) ২.৬ কি.মি. বাউন্ডারী ওয়াল, ০.৫৫ কি.মি. সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ২.২৫ বর্গ কি.মি. কার ওয়াশিং শেড নির্মাণ এবং ২২টি যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে অন্যান্য কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে ২৭টি ওয়ার্ডে এ যাবত বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের বিবরণ প্রদান করা হলো:

২০১১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ২৭টি ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের বিবরণ:

ওয়ার্ড নং	বাজেট ২০১১-২০১৬ (টাকা)	অর্থবছর ২০১৭-২০২১ (টাকা)	সর্বমোট (টাকা)
ক) সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল ঃ			
১	৮৭৭২৯২৫১.০০	৩৭৭৪৯৪৩১.০০	১২৫৪৭৮৬৮২.০০
২	৫৬১১৮৯৩৩.০০	৭৯৩৬১০৭.০০	৬৪০৫৫০৪০.০০
৩	৮৮১০১৯৫৫.০০	১২০৩০৫৭৫.০০	১০০১৩২৫৩০.০০
৪	৬৪২১৬৭৩৩.০০	৮১০২৪৭৯.০০	৭২৩১৯২১২.০০
৫	৭৬৭৮৭১৫৮.০০	১৫৪৮৩৮২০.০০	৯২২৭০৯৭৮.০০
৬	৪৫৪৫২৯০৯.০০	৫৮৩৪৭৭২.০০	৫১২৮৭৬৮১.০০
৭	৫০৭৮৯৮৮৪.০০	৬৮৬৯১৫২.০০	৫৭৬৫৯০৩৬.০০
৮	৭৯০৩২০৬৩.০০	২০৯২৯১৯৫.০০	৯৯৯৬১২৫৮.০০
৯	৬৭৬১৭৮৭৪.০০	৪৮৭৩৩৮০.০০	৭২৪৯১২৫৪.০০
ডিপিপি			৩৮০৬৫২০০২৮.০০
মার্কেট ও ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত বাবদ			২৪২৩৮৮১৫৮.০০
পৌরসভার আমলে টেন্ডারকৃত বিল পরিশোধ			১০৬৫০২৮৯৭.০০
এমজিএসপি			১৫৭২৮৬৫২৭.০০
জাইকা			১৭০৪১৩১১৬৩.০০
		মোট (ক) =	**৬৭৫২৪৮৪৪৪৪.০০**
খ) নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল ঃ			
১০	১৯৬১৮২৫৩.০০	৮৩৫৪৬৭৮.০০	২৭৯৭২৯৩১.০০
১১	২৯৫১০৮৩৭.০০	১৮৮৮৭০০২.০০	৪৮৩৯৭৮৩৯.০০
১২	৪৩৮১৩২১৬.০০	৪৭০৮০৬০৬.০০	৯০৮৯৩৮২২.০০
১৩	১৩৫৮৪০৫৭৯.০০	৮৬৩৫৩৩৪৮.০০	২২২১৯৩৯২৭.০০
১৪	২৯৫২৮০১৪.০০	১২৬৭৪৫৬৮.০০	৪২২০২৫৮২.০০
১৫	২১৫৯৪০৯১৮.০০	৩৩৬২০০৮৮৫.০০	৫৫২১৪১৮০৩.০০
১৬	১২৪৫৫৯৭৯১.০০	১৯৪২২৫৯৬১.০০	৩১৮৭৮৫৭৫২.০০
১৭	১৫০৮৯৩৬৫.০০	৩৪৭৬৩২৩৬.০০	৪৯৮৫২৬০১.০০
১৮	৩৫১১৪৩০৫.০০	৩৩৮১১৩১৪.০০	৬৮৯২৫৬১৯.০০
ডিপিপি			৮৯৮৮০৫৭৮৪.০০
মার্কেট ও ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত বাবদ			৩০৫৯৭৮৫৩৩৪.০০
নগর ভবন			৫৬৫৬৯১৫০৩.০০
শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী সংযোগ খাল পুনঃখনন, সৌন্দর্যবর্ধন, আলোকিতকরণ ও ড্রেনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ			২০৫৭৯৯১০০০.০০
জাইকা			৫০৯০৬৪৪২৮.০০
এমজিএসপি			৪৬৭২৭৬৬৫৮.০০
		মোট (খ) =	**৮৯৭৯৯৮১৫৮৩.০০**
গ) কদমরসুল অঞ্চল ঃ			
১৯	৬৮০২২১৫০.০০	৭০৫০৮৮১৮.০০	১৩৮৫৩০৯৬৮.০০
২০	২৯১৫৩৪৬৩৭.০০	১৬৯৯৬২৬.০০	২৯৩২৩৪২৬৩.০০
২১	৭৪৮৬৯৭৮৫.০০	৪৬৫৭৭৭০.০০	৭৯৫২৭৫৫৫.০০
২২	৯৮৭৫২০৯৫.০০	১৮০৫৮৮২৭.০০	১১৬৮১০৯২২.০০
২৩	১৪৪৩৫৯৬৯৪.০০	২৪৫৮৩৭২১০.০০	৩৯০১৯৬৯০৪.০০
২৪	১২১৯৯০৫৩০.০০	২৯৯০৩১৫৯.০০	১৫১৮৯৩৬৮৯.০০
২৫	৬০২০৬২৪৬.০০	২৭৬৩৩০৫২.০০	৮৭৮৩৯২৯৮.০০
২৬	২৩২২৮৫৬০.০০	২০৬৯৭৪৪.০০	২৫২৯৮৩০৪.০০
২৭	৬২১৮৭২২১.০০	১৪৮৫৮৪৬৪.০০	৭৭০৪৫৬৮৫.০০
ডিপিপি			২২৪৫৮৯০১৮৩.০০
জাইকা			১০০৩৮০৪৪০৯.০০
এমজিএসপি			২৪৭৮১৭৬৬২.০০
		মোট (গ) =	**৪৮৫৭৮৮৯৮৪২.০০**
ঘ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন (এলইডি বাতি স্থাপন)।			৪৭০০০০০০০.০০
ঙ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং বালু ভরাটকরণ।			৩৩০৭৩০০০০০.০০
চ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প।			১১০৪৩৪৬০০০.০০
		সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ) =	**২৫৪৭২০০১৮৬৯.০০**

কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিষ্কাশনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩৪৫ কোটি ৯১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে "নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণের লক্ষে জালকুড়িতে ২৩.২৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে যার ব্যয় ২৯৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ৩১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২.১৮ কি.মি. রাস্তা, ২ কি.মি. আরসিসি ড্রেন, অফিস ভবনের চারপাশে ৩৭১৭ বর্গমি. বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট, কম্পোস্ট প্ল্যান্ট, লিচিট পন্ড, গ্রিন পন্ড, গ্রে-ওয়াটার পন্ড, গ্যারেজ ও ওয়েটিং রুম সহ ময়লা-আবর্জনা আহরণ ও অপসারণের জন্য ট্রাক, ট্রলি, হুইল টাইপ বোলডুজার, চেইট ডোজার, ওয়েব্রিজ এবং সাকশন ক্লিনার ক্রয় করার জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এছাড়া দৈনিক ৬০০ টন বর্জ্য প্রক্রিয়া করে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার আওতায় ইতোমধ্যে চাইনিজ প্রতিষ্ঠান ইউডি এনভায়রনমেন্টাল ইকুইপমেন্ট কোম্পানি, এভারব্রাইট এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশান টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্ট এবং এসএবিএস সিন্ডিকেটের কনসোর্টিয়ামকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির ৯৫% কাজ শেষ হয়েছে। অবিলম্বে বাকী কাজ শেষ হবে আশা করা যায়। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নারায়ণগঞ্জ নগরীকে পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব নগরীতে রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস শীর্ষক প্রকল্প :

নারায়ণগঞ্জ নগরীতে ৬০০টি পরিবারের প্রায় ২৭৬০ জন হরিজন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। এদের মধ্যে ১১৩৮ জন পরিচ্ছন্ন কর্মী নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত। কিছু সেবক নগরীর অন্যান্য অফিস, আদালত, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ও ব্যক্তিগত ভবনে পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত। তাদেরকে ন্যুনতম বাসস্থান, শিক্ষা, স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি সরবরাহ করা সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধ থেকে মানবিক দিক বিবেচনা করে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে ১৭নং ওয়ার্ডস্থ ঋষিপাড়ায় ৩টি, ১৫নং ওয়ার্ডস্থ টানবাজারে ২টি এবং ১৩নং ওয়ার্ডস্থ ইসদাইরে ২টি মোট ৭টি ১০তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। সরকারি সহায়তা এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের যৌথ অর্থায়নে ১১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৪৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে ৩টি ভবনে ২৬১টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং ৪টি ভবনের পাইলিং কাজ চলমান আছে। অদ্য পর্যন্ত বর্ণিত প্রকল্পের বিপরীতে ৪০ কোটি টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্ট কাজ ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যে সমাপ্ত হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আবাসন সমস্যা লাঘবের পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে।

কদমরসুল সেতু :

নারায়ণগঞ্জবাসীর বহুল প্রতিক্ষিত শীতলক্ষ্যা নদীর উপর নির্মিতব্য কদমরসুল সেতু গত ৯ অক্টোবর, ২০১৮খ্রিঃ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ৫৯০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৩৮৫ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১২.৫ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট সেতুটি নির্মিত হবে যা নগরীর দু'প্রান্তকে

সংযুক্তির মাধ্যমে দুপাড়ের পারাপারের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এবং জনজীবনে ব্যাপক স্বস্তি ও স্বনির্ভরতা বয়ে আনবে।। সেতুটির নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে কনসাল্টিং প্রতিষ্ঠান Joint Venture of Dong-Sung Engineering (South-Korea), DM Engineering & Management (South-Korea), EPC (Bangladesh), S&F (Bangladesh) কে সমীক্ষার জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ Soil Test সম্পন্ন করেছেন এবং সেতুর প্রাথমিক ডিজাইন পরীক্ষার জন্য LGED Design Unit-এ দাখিল করেছেন। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ রিসেটেলম্যান্ট প্ল্যান ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ কাজ চলছে। অচীরেই প্রকল্পের দরপত্র আহবান করা হবে।

মিউনিসিপ্যাল গভার্নেন্স সার্ভিসেস প্রকল্প :

বিশ্ব ব্যাংক ও সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে MGSP (মিউনিসিপ্যাল গভার্নেন্স সার্ভিসেস প্রকল্প) এর অধীনে অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে মোট ৫৩টি প্যাকেজে এ যাবৎ ৭২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৬ কিলোমিটার রাস্তা, ২৪ কিলোমিটার ড্রেন, ৮.৫ কিলোমিটার ফুটপাত, ২.৩ কিলোমিটার স্ট্রিট লাইট ও ৮ কিলোমিটার সৌন্দর্যবর্ধন কাজ করা হয়েছে। অবকাঠামো নির্মাণ খাতে ২২০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৬টি প্যাকেজে শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী সংযোগ খাল পুনঃখনন, সৌন্দর্যবর্ধন, আলোকিতকরণ ও ড্রেনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে (৯.৫৪ কি.মি. রাস্তা, ১১.৬ কি.মি. বক্স ড্রেন, ০.৭ কি.মি. আরসিসি পাইপ ড্রেন, ৬.৯২ কি.মি. ফুটপাত, ১০টি আরসিসি ব্রিজ, ৫টি ফুট ব্রিজ, ১টি আরসিসি ঘাটলা এবং ৩টি ভিউইং ডেক)। তৎমধ্যে ১৪৭ কোটি টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৩ কোটি টাকার কাজ চলমান আছে যা এ অর্থ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করা যায়।

সিটি গভারনেন্স প্রকল্প:

জাপান আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা (JICA) ও জিওবি'র আর্থিক সহযোগিতায় সিটি গভার্নেন্স প্রকল্পের (CGP) এর অধীনে ২৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে মোট ৩২১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে (৪৩.৪১ কি.মি. আরসিসি ড্রেনসহ রাস্তা, ০.৫ কি.মি. ব্রিজ, ১৪.১৪ কি.মি. ড্রেন, ৫.৫ কি.মি. খাল সংরক্ষণ)। তৎমধ্যে ২৬ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলে ৬১ কিলোমিটার রাস্তায় মোট ২২৪৮টি, কদমরসুল অঞ্চলে ৬০ কিলোমিটার রাস্তায় মোট ২২৩৮টি এলইডি সড়কবাতি স্থাপনের মাধ্যমে রাস্তা আলোকিত করা হয়েছে। এছাড়া অদ্য পর্যন্ত ২০৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪১.৪৫ কি.মি. রাস্তা, ৩৯.৯১ কি.মি. ড্রেনসহ রাস্তা, ০.৪ কি.মি. ব্রিজ, ১২.৮৭ কি.মি. ড্রেন এবং ৪ কি.মি. খাল পুনঃখনন সহ সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আরও ৬৫ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে JICA'র আর্থিক সহযোগিতায় সিটি গভার্নেন্স প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলমান আছে। আগামী অর্থবছরে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

গত অর্থ বছরে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৩৫ কোটি টাকা। উক্ত খাতে সিটি কর্পোরেশন ব্যয় করেছে প্রায় ৩৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। চলমান প্রকল্পের ম্যাচিং ফান্ডে ১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নে এ সফলতার দাবিদার সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ।

নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত চাহিদা সিটি কর্পোরেশনের সীমিত আয়ের মাধ্যমে পূরণ করা কষ্টসাধ্য।

এরপরেও তাদের কাঙ্খিত চাহিদা পূরণকল্পে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারি বরাদ্দ প্রাপ্তির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় (ক) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন; (খ) শেখ হাসিনা বিজ্ঞান কমপ্লেক্স; (গ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ভূমি অধিগ্রহণ সহ বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প; (ঘ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ এবং (ঙ) নারায়ণগঞ্জ শহরে এলইডি স্ট্রিট লাইট স্থাপন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশনের সকল ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে। নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে আরো বেশি নিজস্ব অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের যোগান সচল রাখতে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের উৎস বৃদ্ধি করার জন্য নিজস্ব ভূমিতে বেশ কিছু মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে, আরো কয়েকটি মার্কেট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে শিমুল সিটি প্লাজা-৩, মাধবীলতা সিটি প্লাজা-৪, ৫তলা বিশিষ্ট গোডাউন কাম আবাসিক ভবন, সিটি দোয়েল প্লাজা-১, করবী সিটি প্লাজা-২, করবী সিটি প্লাজা-৩, করবী সিটি প্লাজা-৪, করবী সিটি প্লাজা-৫, আঙিনা সিটি প্লাজা, পদ্ম সিটি প্লাজা-৫ (কার পার্কিং), পদ্ম সিটি প্লাজা-৭, পদ্ম সিটি প্লাজা-৮, সিটি তরুলতা প্লাজা বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। কদমরসুল অঞ্চলে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে সোনাকান্দা সিটি মার্কেট নির্মাণ কাজ চলমান আছে। সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলেও দোলনচাঁপা সিটি প্লাজা-১ বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

পানি সরবরাহ :

নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকা ওয়াসার নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পানি সরবরাহ কার্যক্রম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করে। নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পানি সরবরাহের লাইনসমূহ অতি পুরাতন, যার ফলে প্রায়সই পানি সরবরাহ লাইনে ফাটল সৃষ্টি করে ময়লা প্রবেশ করে পানি দূষিত হয়। তাছাড়া অবৈধ সংযোগ আর সিস্টেম লসের কারণে সরবরাহকৃত পানির পরিমান চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত।

পানি সরবরাহ কার্যক্রম হস্তান্তরের সময় নারায়ণগঞ্জ মড্স এর মাসিক রাজস্ব আয় ছিল ১২০.০ লক্ষ টাকা (প্রায়) এবং ব্যয় ছিল ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা (প্রায়)। মাসিক মোট ভর্তূকির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা।

নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে ভর্তুকি সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। দায়িত্ব গ্রহণ করেই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি নজর দেয়া হয়। ইতোমধ্যে পানি সরবরাহ লাইনের সংস্কার, নতুন লাইন স্থাপন ও পানির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ৭১.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কারিগরী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নিয়োগকৃত পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রাথমিক প্রতিবেদন (Inception Report) দাখিল করেছেন। প্রকল্পের কাজ শেষ হলেই পানি সরবরাহ কার্যক্রমের জন্য পানি শোধানাগার সংস্কার/নির্মাণ, নতুন টিউবয়েল স্থাপনের কাজ শুরু হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন হ্রাস করে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হবে। ইতোমধ্যে পানির জরুরি সংকট মোকাবেলায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য দরপত্র গ্রহণপূর্বক

কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ই-ওয়াটার বিলিং সফটওয়্যারের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অচিরেই ই-ওয়াটার বিলিং চালু করা হবে।

সম্মানিত সুধী,

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব www.ncc.gov.bd ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ ও National Portal Framework এর সাথে সমন্বিত করা হয়েছে। ফলে নগরবাসী অতি সহজে সিটি কর্পোরেশনের তথ্যসহ সরকারি সকল ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। সিটি কর্পোরেশনের তথ্য বাতায়নটি ত্রৈমাসিকভাবে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

সিটি কর্পোরেশনের সকলস্তরে ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন নিশ্চিতকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নাগরিকদের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। নগরবাসীকে উন্নততর ও আধুনিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষে SMS (ক্ষুদে বার্তা) চালু করা হয়েছে। ই-ট্রেড লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। অনলাইন ট্যাক্স বিলিং কার্যক্রমের সফটওয়্যার প্রণয়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অচিরেই তা শুরু করা হবে। সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধিসহ দ্রুত সময়ে সেবা নিশ্চিত করা সহজতর হবে।

প্রিয় নগরবাসী,

আপনারা অবগত আছেন যে, সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকারের একটি জনকল্যাণমুখী এবং সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় পর্যায়ে অর্জিত রাজস্ব যেমন : পৌরকর, ট্রেড লাইসেন্স ফি, ইজারা, অন্যান্য আয় ও সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান এবং বৈদেশিক সাহায্য খাতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

আমি উপস্থিত সকলের মাধ্যমে জনসাধারণকে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, কর আদায়ে স্বচ্ছতার লক্ষে কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিল প্রদান এবং ব্যাংকের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে। এডিবি'র Urban Infrastructure Improvement Preparatory Facility for Narayanganj City Corporation শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশনের সকল আদায় অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অচিরেই তা বাস্তবায়ন করা হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

সম্মানিত উপস্থিতি,

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত নিম্নবিত্ত মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষে এবং দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য FCDO, UNDP বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন :

- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন বস্তি ও নিম্ন আয়ের নাগরিকদের সমন্বয়ে ১৬৩৬টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও ১৬৩টি সিডিসি গঠন করা হয়েছে। যার আওতায় মোট ৩৮৫৫৭ পরিবারকে সংগঠিত করা হবে;

- দলের সদসদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক কাজের জন্য সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে;
- এ কর্মসূচির আওতায় ৪৯৯৬টি পরিবারের মধ্যে প্রকল্প তহবিল ও ঘুর্ণায়মান তহবেল হতে এ পর্যন্ত মোট ৭,৪৮,৮৪,০৩৮/- টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে;
- দলের সদস্যদের পুঁজি গঠনের জন্য সাপ্তাহিক স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে মোট ২,৫৯,৯৪,৫৫৭/- টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করা হয়েছে;
- ৮৩৭ জন হতদরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা সহায়তা বাবদ ৪৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪২০ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- CHDFএর আওতায় ৩৮ জন হতদরিদ্র পরিবারকে গৃহ সংস্কারের জন্য মোট ৫৩ লক্ষ টাকা সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়েছে (৩ বৎসর মেয়াদী) ।২০২১-২১২২ অর্থ বছরে আরো ৯৫ লক্ষ টাকা গৃহ সংস্কার ঋণ প্রদান করা হবে।
- ৫০৯ জন হতদরিদ্র মহিলার মাঝে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করার লক্ষে ৫৫ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা মূলধন হিসেবে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে ২১৬ জন কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটরকে ৩৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান :

- ৫০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪১৪ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৭.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ৭৩৫ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে;
- ২৪.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৩০০ মিটার ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ১৫০০ মিটার ফুটপাত নির্মাণ করা হবে;
- ১২৭.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০ টি গভীর নলকূপ ও ৪০টি ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪১.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ৯টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে;
- ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি কমিউনিটি ওয়াসরুম নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৯.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ৪০টি ওয়াসরুম নির্মাণ করা হবে;
- ৪.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ১টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হবে (সেপটিক ট্যাংকসহ);
- ৩৮.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৬টি টুইন পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন

- নারীর ক্ষমতায়নে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন বস্তি ও নিম্ন আয়ের নাগরিকদের সমন্বয়ে ১৬৩৬ টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে;
- নির্বাচনের মাধ্যমে প্রত্যেক দলের নেতা নির্বাচন করা হয়েছে;

- টাউন ফেডারেশন, CHDF, ১০টি ক্লাষ্টার এর নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে ।
- নারী প্রধান পরিবারসহ সকল উৎসাহী নারীদের দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করার কাজ চলমান রয়েছে;
- এ কর্মসূচির আওতায় ১৬৫৫ জন নারীকে ১১.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ১৭০০ জন নারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- ৪৫০ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের পুঁজি সহায়তা বাবদ ৪৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে আরও ১৫০ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের পুঁজি সহায়তা বাবদ ১৬.৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে;
- ১৯২ জনকে ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- এ পর্যন্ত ৯৩ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা বাবদ ৮.৬০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ১৮০ জন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হযেছে ।
- নারী ও শিমুর প্রতি সহিসংতা প্রতিরোধে ১০টি Safe Community Committee গঠন করা হয়েছে এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ।
- ৪৫০ জন কিশোরির ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতন ও সুরক্ষা বিষয়ক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
- এছাড়া ১৪৯২ জন গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি খাদ্য সহায়তা বাবদ ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে ।
- এছাড়াও ৯৩ জন ঝরে পড়া শিশুকে শিক্ষার মূল ধারায় সংযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষা উপকরণ যথা- বই, খাতা, পেন্সিল, কলম, স্কুল ব্যাগ, ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক, জুতা, মোজা এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক উপকরণাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি :

সিটি পর্যায়ে Multi Sectoral Nutrition Cordination Committee গঠনের মাধ্যমে শহরে সমন্বিতভাবে পুষ্টি ওস্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ করা হয়েছে।

- স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন এলাকায় ৪৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে;
- এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গর্ভবতী মা, ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা, কিশোরী প্রজনন শিক্ষা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়;
- বস্তি ও দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এলাকা ভিত্তিক মাসিক সভার আয়োজন করা হয়;

- ৪৮৭৬ জনকে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ১২ জনকে প্রজনন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র :

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ০৩টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও ০১টি নগর মাতৃসদনে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চলমান আছে। নগর মাতৃসদনে মা ও শিশুর সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা যেমন নরমাল ডেলিভারী, সিজারিয়ান অপারেশনসহ দন্তরোগ ও চক্ষু রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে ও স্বল্প খরচে সকল ধরনের ল্যাবোরেটরি পরীক্ষার জন্য ২টি অত্যাধুনিক ডিজিটাল এনালাইজার মেশিন, ২টি থ্রিডি আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন ও প্রিন্টারসহ ৪টি কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে।

নগরীর কিডনী জটিলতায় আক্রান্ত রোগীদের স্বল্প মূল্যে ডায়ালাইসিস সেবা প্রদানের জন্য দেওভোগস্থ এনসিসি'র নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন ও সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। শীঘ্রই এর সেবা কার্যক্রম শুরু হবে।

প্রিয় নগরবাসী,

নগরীর ক্রীড়াঙ্গণ ও খেলাধুলার বিকাশ ও বিনোদনের দিকে লক্ষ রেখে পঞ্চবটিস্থ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ৬.২ একর ভূমিতে NCC Adventure Land পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে পার্কটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এ খাত থেকে সিটি কর্পোরেশনের বাৎসরিক ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ভাড়া এবং এন্ট্রি ফি এর উপর ৫% হারে রাজস্ব আয় হচ্ছে। নারী ক্রীড়া উন্নয়নে প্রমীলা ফুটবল টিম এবং মদনগঞ্জ ফুটবল একাডেমিকে প্রতি মাসে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া জিমখানাস্থ আলাউদ্দিন খান স্টেডিয়ামে গ্যালারি নির্মাণ ও আধুনিকায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। খেলাধুলার মান উন্নয়নে পর্যায়ক্রমে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ নির্মাণ করা হবে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দের পৌরকর আজীবনের জন্য মওকুফ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল এবং দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দের প্রতি বছর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দের জন্য সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কবরস্থানসমূহে জায়গা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে 'মুক্তিযোদ্ধা সড়ক' নামকরণ করা হয়েছে।

প্রিয় সুহৃদ,

উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিক সেবা দ্রুত, সহজে ও তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় প্রদানের লক্ষে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে -

১। অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সফটওয়্যার প্রণয়ন

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রায় ৩০ হাজার ট্রেড লাইসেন্স গ্রহীতা এবং নতুন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহীতা এই সেবার আওতায় আসবে। ট্রেড লাইসেন্স সেবা গ্রহীতাগণ সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স

সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। ইতিমধ্যে প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

২। পানি সরবরাহ বিল অটোমেশন সফটওয়্যার প্রণয়ন

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে পানি সরবরাহ বিল অটোমেশন সফটওয়্যার প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রায় ২৮ হাজার গ্রাহক ও নতুন গ্রাহকদের এই অটোমেশনের আওতায় আনা হবে এবং সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে গ্রাহকরা সেবা গ্রহণ করতে পারবে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পটির পাইলটিং চলছে। পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে পানি সরবরাহ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভব হবে এবং সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

৩। অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় সফটওয়্যার প্রণয়ন

নারায়ণগগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করার জন্য সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রায় ৬০ হাজার গ্রাহক ও নতুন গ্রাহকগণ এই অটোমেশনের আওতায় আসবে এবং সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে গ্রাহকরা সেবা গ্রহণ করতে পারবে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পটির পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে। পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে হোল্ডিং ট্যাক্স সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভব হবে এবং সিটি কর্পোরেশন রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে।

৪। আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার এর সফটওয়্যার প্রণয়ন

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার এর সফটওয়্যার প্রণয়ন কাজ চলমান আছে। এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পাঠাগার ব্যবস্থাপনা সহজ হবে এবং পাঠাগার ব্যবহারকারীরা অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

প্রিয় নগরবাসী,

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন আগামী ২০ বছর সময়সীমাকে বিবেচনা করে একটি পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, সবুজ, পরিবেশবান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত এবং দারিদ্র্যমুক্ত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মেয়াদের নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার তালিকা উল্লেখ করা হলো:

৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা:

১. শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের সংযোগ স্থাপনের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫নং ঘাট এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীর উপর সেতু নির্মাণ;

২. সবুজ এবং পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার জন্যে সমন্বিত ড্রেনেজ সিস্টেম, জলাধার সংরক্ষণ এবং সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩. বিদ্যমান ছোট, বড় ও মাঝারি সড়কসমূহ সম্প্রসারণ, পুনঃনির্মাণ এবং বর্ধিত করাসহ প্রয়োজনীয় ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ;

৪. নারায়ণগঞ্জ নগরীর রেলস্টেশন, বাসটার্মিনাল ও লঞ্চ টার্মিনালের সমন্বয়ে মাল্টিমোডাল হাব নির্মাণ;

৫. স্বাস্থ্যসম্মত নগরী গড়ে তোলার জন্যে শতভাগ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

৬. সুপেয় পানি সরবরাহের জন্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা;

৭. সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যে তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম অটোমেশন করা;

৮. দারিদ্র বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর পরিধি সম্প্রসারণ করা;

৯. যানজট নিরসণে নতুন বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ সহ সিটি সার্ভিস চালু করার উদ্যোগ নেয়া;

১০. সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির জন্যে নিজস্ব ভূমিতে মার্কেট এবং ফ্ল্যাট নির্মাণ করা এবং কাঁচা বাজারসমূহের উন্নয়ন করা;

১১. কবরস্থান ও শ্মশান এর উন্নয়ন করা;

১২. কালচারাল এবং হেরিটেজ পার্কসহ বিনোদনের জন্য শিশু পার্ক নির্মাণ করা;

১৩. স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক, নগর হাসপাতাল এবং এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস বৃদ্ধি করা;

১৪. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানসহ মেডিকেল কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ এবং আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা;

১৫. ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া;

১৬. নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

১৭. সিটি কর্পোরেশনের সকল স্তরে সুশাসন নিশ্চিত করা;

১৮. জনসেবা নিশ্চিত করার জন্যে তিনটি অঞ্চলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা;

১৯. সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি শাখা কম্পিউটারাইজড করা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কম্পিউটার বিষয়ে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

২০. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজ মনিটরিংসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান সিসি টিভি ক্যামেরার পরিধি বৃদ্ধি করা।

১০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা:

১. আধুনিক সুয়ারেজ সিস্টেম স্থাপন করে ড্রেনেজ সিস্টেমের আরও উন্নতি সাধন করা যাতে কোন প্রকার দূষিত পানি নদীতে পড়তে না পারে;

২. 3-R (হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে কার্বনমুক্ত, পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা।

৩. শীতলক্ষ্যা নদীর দুই পাড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সহাসড়কের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সার্কুলার রোড নির্মাণ করা।

৪. নারায়ণগঞ্জকে মেট্রো রেলের সাথে সংযুক্ত করে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনপূর্বক যানজট মুক্ত নগরী গড়ে তোলা।

৫. শীতলক্ষ্যা নদীর উপর রোপওয়ে এবং ওয়াটার সার্কুলার সার্ভিস চালু করা।

৬. সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারণ করা।

২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা:

১. দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার নিমিত্তে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভুগর্ভস্থ পানি ব্যবহার পরিহার করে সার্ফেস ওয়াটার ব্যবহারের জন্য আধুনিক পানি শোধণাগার নির্মাণ করা।

২. গৃহস্থালী এবং পয়ঃনিষ্কাশনের বর্জ্যযুক্ত পানি শতভাগ পরিশোধন করে নদীতে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সমন্বিত ইটিপি স্থাপন করা এবং এ জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা।

৪. পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

৫. শতভাগ শিল্প এবং গৃহস্থালি বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সমন্বিত ইটিপি এবং পরিশোধণাগার স্থাপন করা।

৬. সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যে পানি শোধনাগার নির্মাণ করা।

৭. শীতলক্ষ্যা নদীর পানি দূষণ মুক্ত রাখা নিশ্চিত করা ।

৮. সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আপনাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ বাস্তবতার নিরিখে আয়ের সাথে ব্যয়ের সঙ্গতি রেখে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন এ বাজেটে কোন নতুন কর আরোপ করা হয়নি বা কর বৃদ্ধি করা হয়নি। আমি আজকের এই বাজেট অধিবেশন সভায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়নে মোট ৬৮৮ কোটি ২৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৫৬ টাকার বাজেট ঘোষণা করছি।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সার সংক্ষেপ

এক নজরে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

আয়

১। রাজস্ব আয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত আয় ২০১৯-২০২০	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২১-২০২২
ক)	গৃহ ও ভূমি কর	৫৭২৫৪৪৮৪.০০	৯৬০৮৩৮৬৪.০০	১০৬৫৫৮২০১.০০
খ)	ময়লা নিষ্কাষন কর	৫৮৫০৪২৯৫.০০	১০৭৯১৮৩৭২.০০	১২৪৫৪৫৯৫৩.০০
গ)	আলো কর	৪৫৩১৪৭২৪.০০	৮২০৯২০৩৬.০০	৮৯৬৭৫৬৮০.০০
ঘ)	সারচার্জ	৬০৪৬৫০৮.০০	২২৩৭৯৬৩৫.০০	২২৬৩৩৫০৮.০০
ঙ)	স্থাবর সম্পত্তি হস্থান্তর কর	১৩৮৬৯১৯০০.০০	১৬০০০০০০০.০০	১৭০০০০০০০.০০
চ)	পেশা, ব্যবসা ও কলিং	৬২৬১১৮২৫.০০	৮০০০০০০০.০০	৯০০০০০০০.০০
ছ)	বিজ্ঞাপন কর	৯৬০৩৩৮.০০	১৪০০০০০.০০	১৫০০০০০০.০০
জ)	প্রমোদকর	৪০০০০০.০০	৪২০০০০.০০	১৫০৩০০০.০০
ঝ)	যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতিত)	৭৯৩০৫০.০০	০.০০	২৩৭৩০১৮০.০০
ঞ)	বিভিন্ন ফিস	২৯২৮৭৮২৬.০০	৪০২৩৫০০০.০০	৬২৬০০০০০.০০
ট)	বিভিন্ন ইজারা	৬৭২৫৮১৯৫.০০	৩১০৬১০৬৬.০০	৪১৫২১৭০০.০০
ঠ)	অন্যান্য	৯০৭১২৩০২.০০	৬৮৬০০০০০.০০	৯৩৬০০০০০.০০
ড)	নগর দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	০.০০	০.০০	০.০০
ঢ)	নগর মাতৃসদন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র	২০৬৪২০২৫.০০	২১৫৪১০১০.০০	২৭৯৩৫০০০.০০
ণ)	মার্কেট নির্মাণ হতে সেলামী	১১৯০৬৩৪৩৭.০০	৩০০০০০০০০.০০	৭০০০০০০০০.০০
ত)	উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদান	১০০০০০০০.০০	১০০০০০০০.০০	১০০০০০০০.০০
থ)	পানি সরবরাহ	৭৭১৫৮৮২৬.০০	১৮১৭৬৭৬৩৯.০০	২১০৩৮২৫৯৬.০০
মোট		৭৮৪৬৯৯৭৩৫.০০	১২০৩৪৯৮৬২২.০০	১৭৮৯৬৮৫৮১৮.০০

২। উন্নয়ন আয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত আয় ২০১৯-২০২০	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২১-২০২২
ক)	সরকারী প্রদত্ত উন্নয়ণ সহায়তা (থোক)	১৪১৭৫২০০০.০০	৬৫৬০০০০০.০০	৬৫৬০০০০০.০০
খ)	সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা (বিশেষ)	৮২০০০০০০.০০	৪০০০০০০০.০০	৭০০০০০০০.০০
গ)	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সহায়তা	১৬৮৫৩৫৮৯৯৮.০০	৮৭০৭৯৩৮৬৪.০০	১৪৭২৭২৭০৬৬.০০
ঘ)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প সহায়তা	১০৫০৮৮০৭৩২.৪২	১৬৫৮৭২৪৮৭৮.৬০	২৪৭৬৭৪৮০০০.০০
মোট		২৯৫৯৯৯১৭৩০.৪২	২৬৩৫১১৮৭৪২.৬০	৪০৮৫০৭৫০৬৬.০০
মোট আয় (১+২)		৩৭৪৪৬৯১৪৬৫.৪২	৩৮৩৮৬১৭৩৬৪.৬০	৫৮৭৪৭৬০৮৮৪.০০
প্রারম্ভিক স্থিতি		২০৩৬৭৮৭৭১৬.০০	২৪৯১৯৪৭৩৯৫.০০	১০০৭৫৫৬৪৭২.০০
সর্বমোট		৫৭৮১৪৭৯১৮১.৪২	৬৩৩০৫৬৪৭৫৯.৬০	৬৮৮২৩১৭৩৫৬.০০

ব্যয়

১। রাজস্ব ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত ব্যয় ২০১৯-২০২০	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১	বাজেট ২০২১-২০২২
ক)	মেয়র ও কাউন্সিলরদের সম্মানী ভাতা	২২৩৪০৯৩৫.০০	২২৪৫২০০০.০০	২৫০০০০০০.০০
খ)	কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য ভাতাদি	৮৯৫৩৬৫৬২.০০	৯০৪৯৬৬৯৪.০০	১২৮৩০০০০০.০০
গ)	যানবাহন ক্রয়, মেরামত, জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও অফিস পরিচালন	২২৩৫৩২৮৫.০০	৪৯৫০০০০০.০০	৪৮৫০০০০০.০০
ঘ)	শিক্ষা ব্যয়	২০৯৩১২৫.০০	১২৬৫০০০.০০	৬২১০০০০.০০
ঙ)	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	২৬০৭০৬১৮.০০	২৪৪৫০০০০.০০	৩৪৫০০০০.০০
চ)	নগর মাতৃসদন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১২৪৭৩৬৮২.০০	২১৫৪১০১০.০০	২৫১১০০০০.০০
ছ)	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিস্কাশন	৮০৮২৭৩৫৮.০০	১১০১০০০০০.০০	১৪০৫০০০০০.০০
জ)	বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.০০	০.০০	৫০০০০০.০০
ঝ)	শিক্ষা ও ক্রীড়া	৮০০০০.০০	৩০৯১৫.০০	১৭৬৩০০০.০০
ঞ)	কর ধার্য্য ও কর আদায়	০.০০	০.০০	১০০০০০০.০০
ট)	সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান	১৮৪২০৮৬.০০	৯৩৯৮১৫.০০	৮২৬৩০০০.০০
ঠ)	দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ণ	০.০০	২০০০০০.০০	১০৪০০০০০.০০
ড)	ভূমি উন্নয়ন কর	১৩৩৫৭৪.০০	১৫০০০০.০০	৫০০০০০.০০
ঢ)	আইন খরচ ও পরচা দাখিলা উত্তোলন	২৯৭৮৯১৯.০০	২৫০০০০০.০০	৫০০০০০০.০০
ণ)	জাতীয় দিবস উদযাপন	১৪৪৯৫৯৮৬.০০	৫০০০০০০.০০	২০০০০০০.০০
ত)	বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	২৬৫৬৬৭.০০	১৫০০০০.০০	৫০০০০০.০০
থ)	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২০৫৭৮৩৯৭.০০	৩০০০০০০.০০	১০০০০০০০.০০
দ)	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা (জরুরী ত্রাণ ও পরিবহন)	৬৫৩৯৮০০.০০	৩০০০০০০.০০	৫০০০০০০.০০
ধ)	দক্ষ শ্রমিকের পারিশ্রমিক	১৯১১৭৮৫০.০০	২৬০০০০০০.০০	৩০০০০০০০.০০
ন)	ইজারার ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ	৪৪৪১১৩৪০.০০	৪৫০০০০০.০০	৪০০০০০০০.০০
প)	বিবিধ	৩৯০০৯৫৪৮.০০	১৬৯৬২০০০০.০০	৪৬৬০০০০০.০০
ফ)	বিএমডিএফ ঋণ পরিশোধ	১০৫০৬৪২.০০	২৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০
ব)	এমজিএসপি ম্যাচিং ফান্ডে স্থানান্তর	০.০০	২৫০০০০০.০০	০.০০
ভ)	বাষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্পের ম্যাচিং ফান্ডে স্থানান্তর	০.০০	০.০০	১০০০০০০০০.০০
ম)	গভারনেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন	০.০০	০.০০	৫০০০০০.০০
য)	পানি সরবরাহ	৫২৭৬০৮৮৮.০০	১৯১১৫৩৮৯০.০০	২২১৯৫৯৮০০.০০
র)	আন্তর্জাতিক তহবিলের চাঁদা	০.০০	০.০০	৫০০০০০.০০
মোট		**৪৫৮৯৬০২৬২.০০**	**৭৩১০৪৯৩২৪.০০**	**৮৬২০৫৫৮০০.০০**

২। উন্নয়ন ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত ব্যয় ২০১৯-২০২০	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১	বাজেট ২০২১-২০২২
ক)	অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন (রাজস্ব)	৩০৩২৭৫১৮১.০০	৫৪১২২৩৩০২.০০	৮৬৫০৭৭০০০.০০
খ)	অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব)	৭১৮৭২৩৪০.০০	৭৭৯৪৫০৪৬.০০	৬২৫০০০০০.০০
গ)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২১৩৪৮৮৮৩৬.০০	৩১৫১২০১০০.০০	২৫৮৭০০০০০.০০
ঘ)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ডিপিপি)	১৩৭২৫৭১৬৭৩.০০	২১৬৫৫০২৯৯৭.০০	২৫৯১৯৭৩০০০.০০
ঙ)	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সহায়তা	৯০৯৩৫৮৫০২.০০	১৫৮৩২৬০১৩৫.০০	২১৩৪৬৬৭৫৪০.০০
মোট		**২৮৭০৫৬৬৫৩২.০০**	**৪৬৮৩০৫১৫৮০.০০**	**৫৯১২৯১৭৫৪০.০০**
সর্ব মোট ব্যয় (১+২)		**৩৩২৯৫২৬৭৯৪.০০**	**৫৪১৪১০০৯০৪.০০**	**৬৭৭৪৯৭৩৩৪০.০০**
উদ্ধৃত্ত (আয়-ব্যয়)		**২৪৫১৯৫২৩৮৭.৪২**	৯১৬৪৬৩৮৫৫.৬০	১০৭৩৪৪০১৬.০০

প্রিয় সাংবাদিক ভাই-বোনেরা,

সাংবাদিকতা শুধু একটি পেশা নয়, একটি মহান ব্রত। সাংবাদিকগণ সমাজের বিবেক ও দর্পণ হিসেবে কাজ করেন। সমাজের যে কোন উন্নয়ন এবং পরিবর্তনে আপনাদের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। নগরীর বিভিন্ন সমস্যা, জনগণের মনোভাব, সমালোচনা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমরা আপনাদের মাধ্যমে অবগত হই। এ পর্যন্ত আমি সবসময়ে আপনাদের পাশে পেয়েছি। আমার নির্বাচনের সময় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে আপনারা কাজ করেছেন। আমার সকল ধরনের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা আমার কাজকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আপনাদের প্রতি এ জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করছি ভবিষ্যতেও আপনাদের এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, প্রিয় নগরবাসী, সাংবাদিকবৃন্দ, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং প্রিয় কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ,

অনেক কর্মব্যস্ততার মাঝে আজকের বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ভবিষ্যতে সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে যে কোন পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী
মেয়র
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

প্রস্তাবিত বাজেটে খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের হার

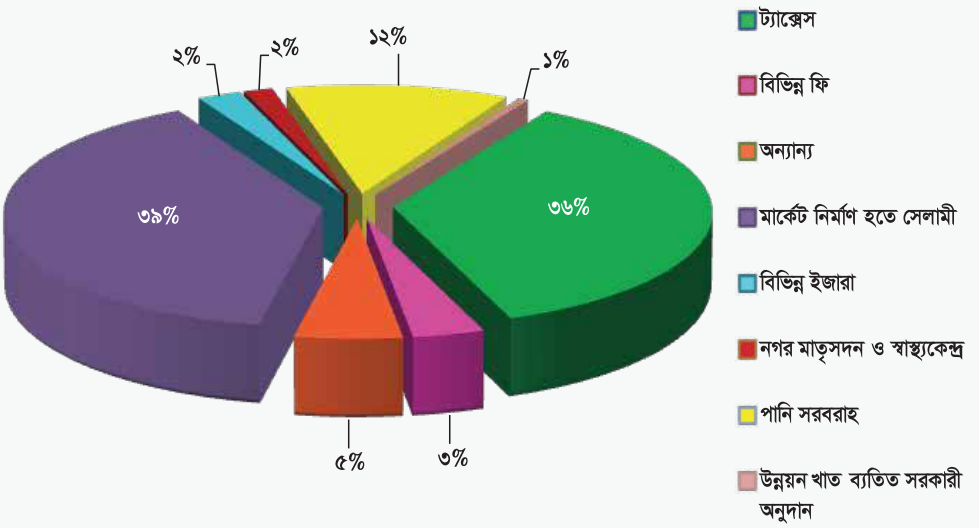

খাতভিত্তিক প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের হার

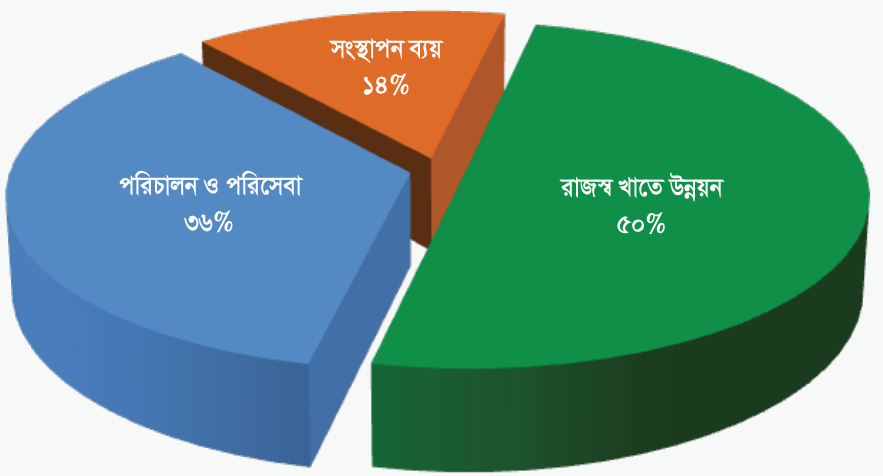

উন্নয়ন আয়

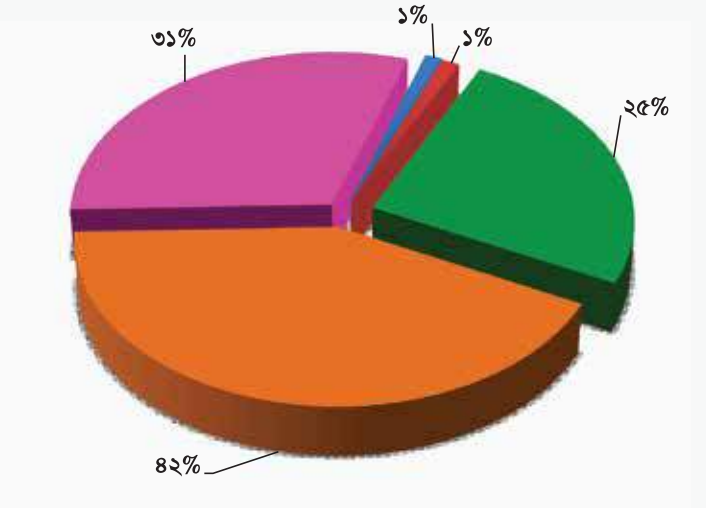

উন্নয়ন ব্যয়

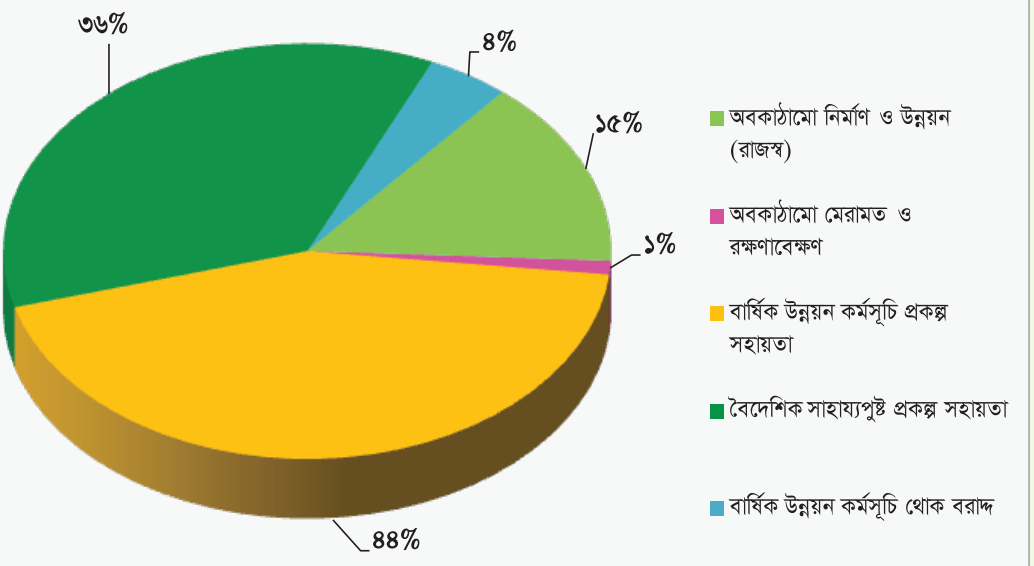

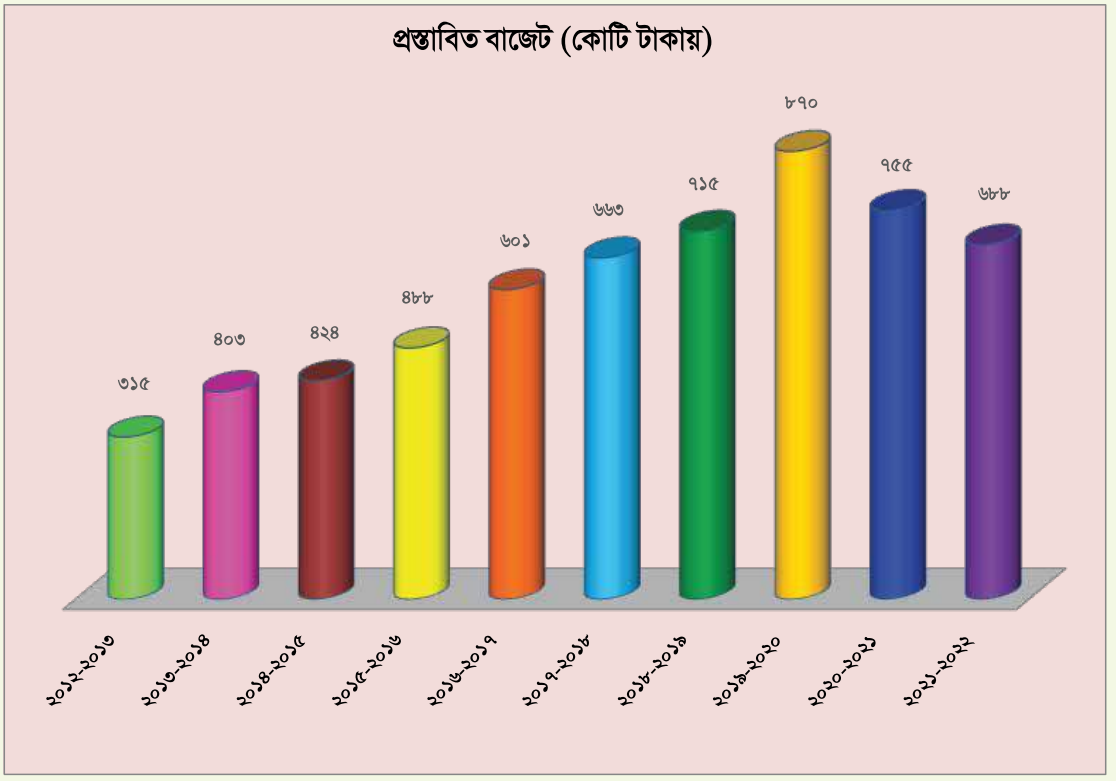
প্রস্তাবিত বাজেট (কোটি টাকায়)
৩১৫
৪০৩
৪২৪
৪৪৮
৬০১
৬৬৩
৭১৫
৮৭০
৭৫৫
৬৮৮
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮
২০১৮-২০১৯
২০১৯-২০২০
২০২০-২০২১
২০২১-২০২২

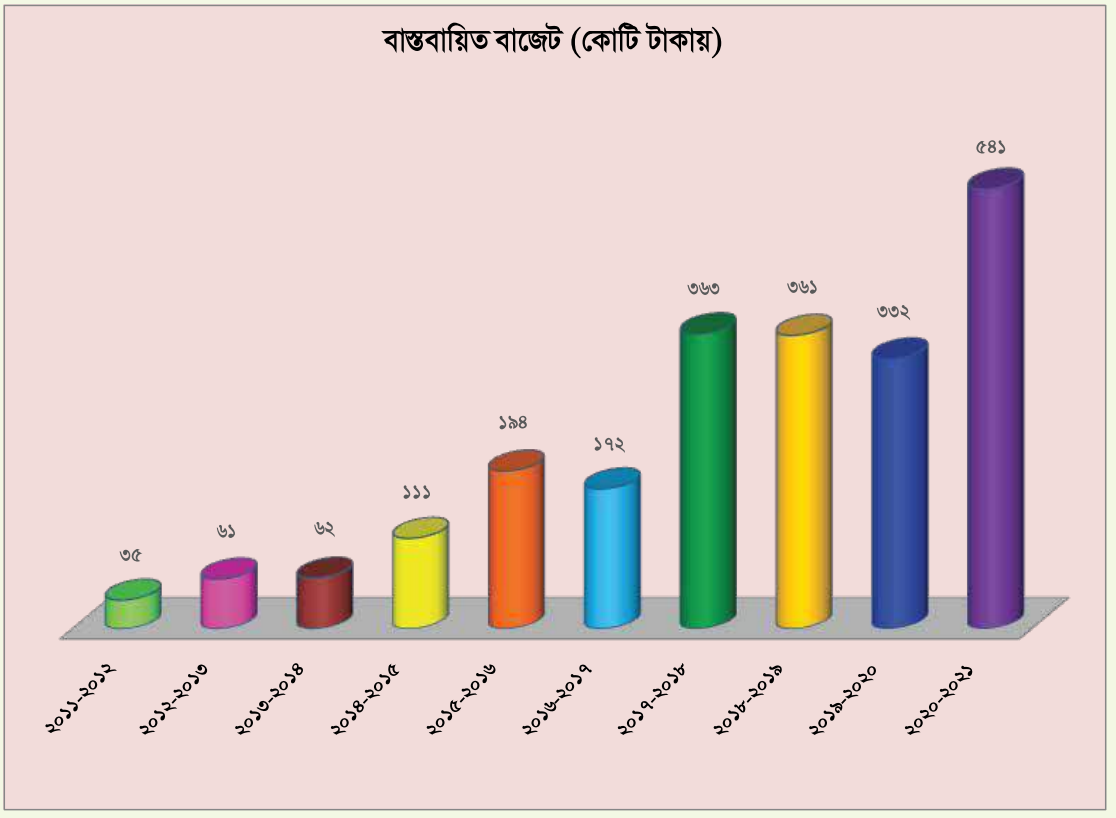
বাস্তবায়িত বাজেট (কোটি টাকায়)
৩৫
৬১
৬২
১১১
১৯৪
১৭২
৩৬৩
৩৬১
৩৩২
৫৪১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮
২০১৮-২০১৯
২০১৯-২০২০
২০২০-২০২১